Released 11-4-1952

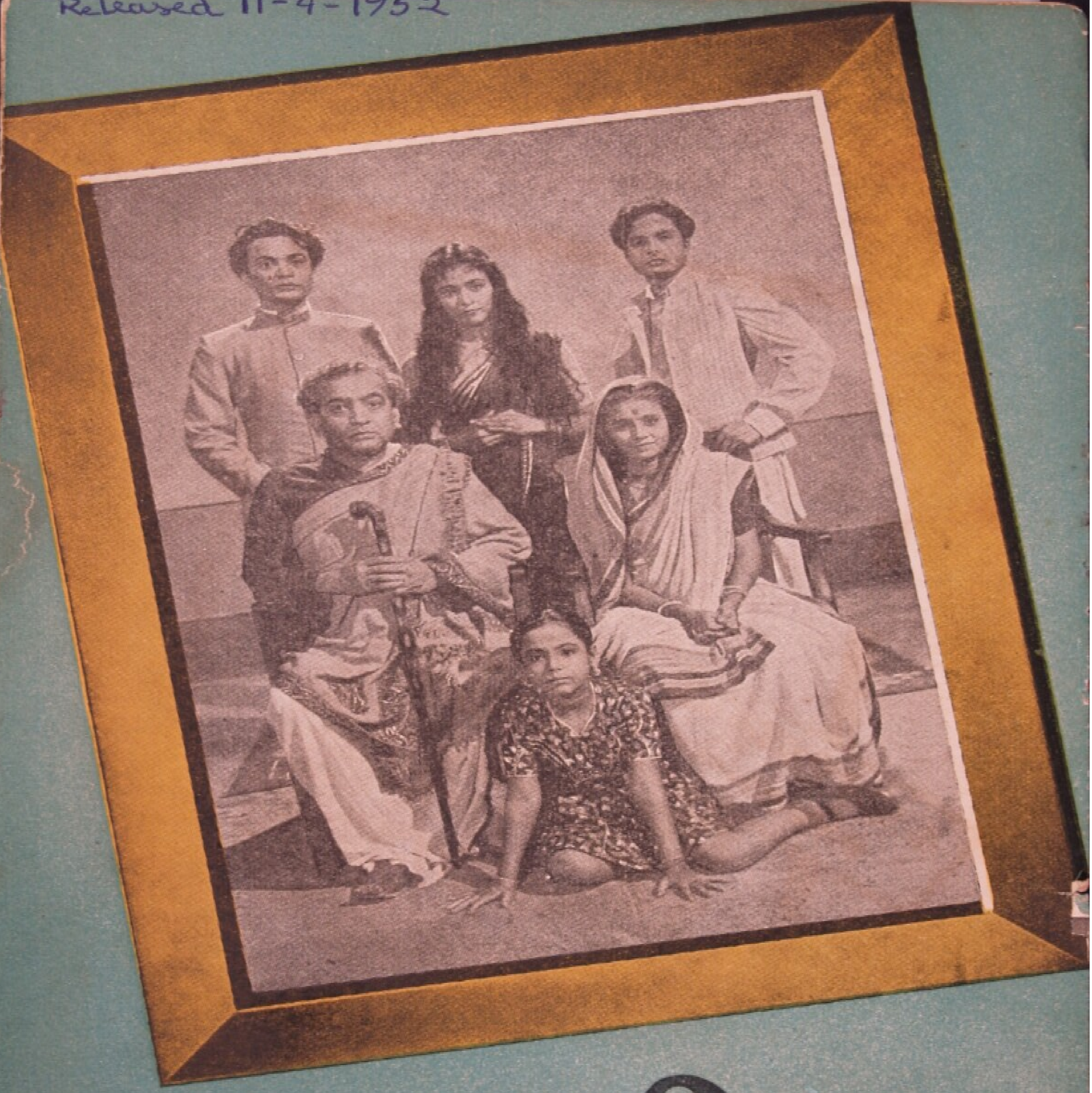

এম.পি চিত্র

বসু পরিবার

এম, পি, প্রোডাকসন্স্ লিমিটেডের

নিবেদন

বসু পরিবার

চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা এবং চিত্রগ্রহণ—**নির্ম্মল দে**

গীত-রচনা—**শৈলেন রায়**

শব্দধারণ : সুনীল ঘোষ

সম্পাদনা : কালী রাহা

শিল্পনির্দ্দেশ : সত্যেন রায়চৌধুরী

সঙ্গীত পরিচালনা : উমাপতি শীল

দৃশ্যসজ্জা : সুধীর খান

রূপসজ্জা : বসির আমেদ

ব্যবস্থাপনা : তারক পাল

কর্ম্মসচিব : বিমল ঘোষ

সহকারীগণ :

পরিচালনায় : সলিল সেন, বিশু দাসগুপ্ত

চিত্রশিল্পে : অমল দাস, দিলীপ মুখোঃ

শব্দযন্ত্রে : ধীরেন কুণ্ডু, শৈলেন পাল

সম্পাদনায় : নীরেন চক্রবর্ত্তী, রমেন ঘোষ

ব্যবস্থাপনায় : সুবোধ পাল, সঞ্জীব দত্ত

দৃশ্যসজ্জায় : গোবিন্দ ঘোষ, জগবন্ধু সাউ, যোগেশ পাল, সুকুমার দে

সঙ্গীতে : সুনীল সাহা

রূপসজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী, রমেশ দে

আলোকসম্পাত : সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শম্ভু ঘোষ, নন্দ মল্লিক

স্থিরচিত্র : ষ্টীল ফটো সার্ভিস্ : : চিত্রপরিস্ফুটন : ইউনাইটেড সিনে লেবরেটারী

যন্ত্রসঙ্গীত : ক্যালকাটা অরকেষ্ট্রা : : কৃতজ্ঞতা স্বীকার : চৌধুরী মোটর ওয়ার্কস।

ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে গৃহীত।

পরিবেশক : **ডিল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড**

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ভূমিকায় ঃ

পাহাড়ী সান্যাল

উত্তম কুমার • জীবেন বসু

নেপাল নাগ • কালী সরকার

জহর রায়, ভানু বন্দ্যোঃ (ছোট), গৌরীশঙ্কর, ধীরাজ দাস, নরেশ বসু, গোকুল মুখোপাধ্যায়, গোপাল দে, মাষ্টার চন্দনকুমার, সন্তু বসু ও সলিল দত্ত

বাণী গাঙ্গুলী

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

সুপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়

ও রেখা চট্টোপাধ্যায়

বসু পরিবার

সর্ব্বদা সত্যসন্ধ, সত্যনিষ্ঠ, সরল ও সাধুপ্রকৃতির শশিনাথ বসু যেদিন তার ন্যায়নিষ্ঠার প্রতিদানে বৈষয়িক মোকদ্দমায় পরাজিত হলেন, সেদিন থেকেই সুরু হলো বসু পরিবারে দুর্য্যোগের সূচনা! জ্যেষ্ঠ দুই পুত্র সুখেন ও সত্যেনের পরস্পর বিরুদ্ধপ্রকৃতির বাধলো সংঘাত। একজন অনমনীয়, স্থিরপ্রকৃতি ও নির্ভীক, অন্যজন সাবধানী, ভীরু, অস্থিরচিত্ত ও নৈরাশ্যপরায়ণ।

এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ প্রকৃতি যে কোন হিন্দু পরিবারেই গুরুতর বিভেদের সৃষ্টি করে না, কিন্তু এক্ষেত্রে ভাগ্যলিখন অন্যরূপ ছিল। সত্যেনের এ্যাটর্ণী অফিসের একটা বড় চুরির দায় তাদের উপর আবর্ত্তিত হয়ে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করল। অন্য কারও অপরাধ যেমন সত্যেনের উপর অহেতুক কলঙ্ক আরোপ করেছিল, সত্যেনের চিত্তও ঘটনাচক্রে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাধু ও সৎপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে। বৃথা কলঙ্ক, অপমান ও গ্লানি পুঞ্জীভূত হলো সম্মানিত, সুপ্রতিষ্ঠ বসু পরিবারের উপর।

আত্মীয় পরিজনের কটাক্ষ, সমাজের ধিক্কার, অপ্রত্যাশিত হীনতা, সদাউন্নত মস্তক শশীবাবুর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে গেল। যিনি কখনও জীবনে মস্তক অবনত করেন নি, কাহারও নিকট কখনও উপেক্ষিত হন নি, কখনও কারও করুণা যাচনা করেন নি—এতবড় নিদারুণ আঘাত তাঁকে বজ্রপাতের মতোই সহসা স্তব্ধ, মূঢ় করে দিয়ে গেল। আর শশীবাবুর স্ত্রী প্রিয়বালা!! তাঁর অন্তরের বেদনা কে পরিমাপ করতে পারে—?

কিন্তু বিধাতার নিয়মে নিদাঘের প্রচণ্ড দাহের অন্তরালেও থাকে বর্ষার মেদুর প্রত্যাশা! গভীর অমানিশার অন্ধকারে হাতছানি দেয় অনাগত জ্যোতির্ম্ময় প্রসন্ন প্রভাত। সব দুঃখের শেষ আছে, অপবাদের আছে অবসান। বসু পরিবারের এ গ্লানির অন্ত হলো কি করে তারই ঘটনাবিন্যাস চিত্রায়িত হয়েছে "বসু পরিবার" চিত্রে—

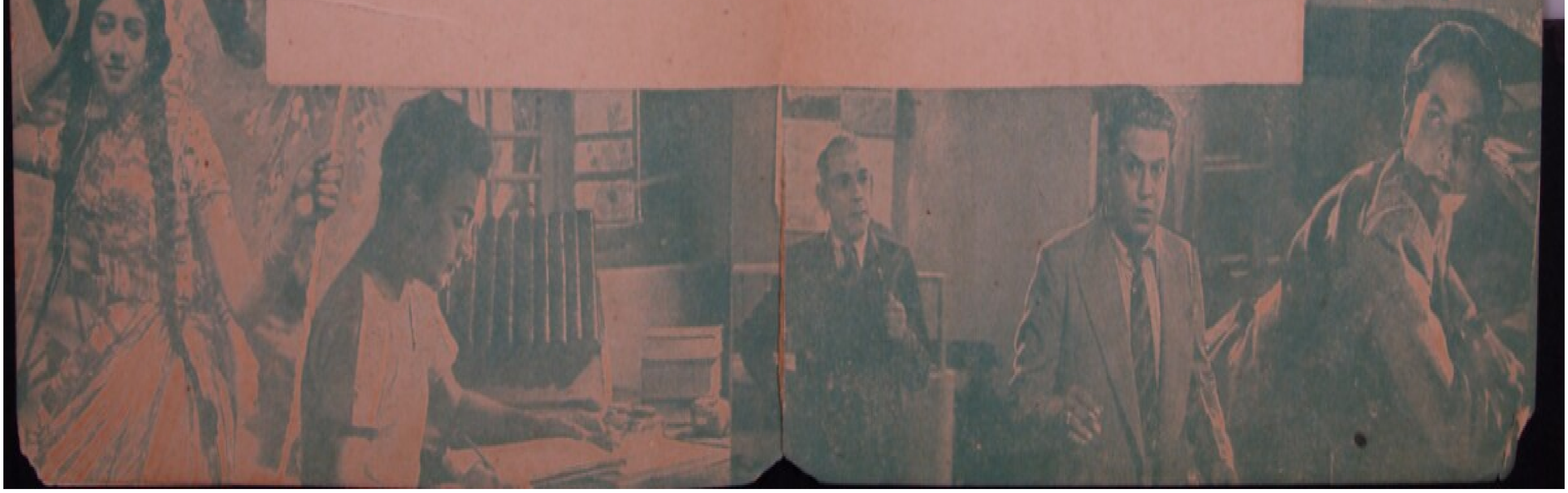

স

ঙ্গী

তাং

শ

১)

সারাদিন যেথা পাখী গান গায়
সারারাত চাঁদ হাসে—
হৃদয়ের কাছাকাছি হয়ে
সেথা এক ছোট গৃহকোণে
আমি আছি আর তুমি আছ মোর পাশে।
বহে ছোট নদী কানন মেখলা নাম—
ছায়াঘেরা তীরে মধুভরা মধুগ্রাম।
যেথা রাঙ্গা পলাশের আবির খেলায়
মৌমাছি উড়ে আসে—
আমি দেখি আর তুমি দেখ বসি' পাশে॥

আকাশ হারায় সাঁঝের ধূসর মাঠে,
কলসে কাঁকন বধূরা বাজায় ঘাটে,
ঘরে ফিরে ধেনু—
রাখালের বেণু মন যেন—উদাসে
আমি শুনি আর তুমি শোন বসি' পাশে ॥
কোথা মধুগ্রাম কোথা ছোট ঘর খানি,
স্বপনে দেখি যে—জেগে তারে নাহি জানি,
কোথা সে কুলায় যে শুধু ভুলায় স্বপনের আশ্বাসে—
আমি ভাবি আর তুমি ভাব বসি' পাশে ॥

(২)

আঁধারের কপাট ভেঙ্গে পড়বি আবার
সূর্য্যোদয়ের সোণার ভাষা।
ভয় কেন রে জীবন বাঁধে
সুখের সাথে দুখের বাসা।
দেখিস না নাকি পত্রহারা শূন্য শাখে
সবুজ সোহাগ দিয়ে ফাগুন আবার ঢাকে।
ওরে গাইবে ভ্রমর ফুলের ফসল
ভুলিয়ে দেবে সব নিরাশা ॥
ওরে সকল দুখে সকল সুখে
পরমেশের পরশ আছে—
সকাল বেলা সকাল সাঁঝে
আলোর সাথে ছায়া নাচে ॥
রাতের কালো ভাঙ্গবে জানি আলোক রাগে,
চন্দনেরে ক্ষয় করিলে গন্ধ জাগে।
ভয় দেখানো কালো আকাশ—
তারায় তারায় জ্বলছে আশা ॥

(৩)

কার বা কাজল চোখের চাওয়া
পিয়াল ছাওয়ায় পাই রে।
বন্ধু আমার স্বপ্নে দোলাও
আমি দুলে যাই রে।
পথ চাওয়ার বাঁশী বাজে
হাওয়ার সুরে সুরে,
দূরে সে নয় মনের মাঝে
বেঁধেছে বন্ধুরে—
মনে রাখার শপথ নিয়া
মন ভুলেছে তাই রে ॥
এক ফাগুনের যত মধু,
একটী ফুলের বুকে,
একটি চাঁদের সোহাগ পেয়ে
আকাশ দোলে সুখে ॥
আমার হিয়া বদল দিয়া
বঁধুর হিয়া নেব,
হৃদয় আমার ভার হয়েছে,
এ মন তারে দেব—
আমার আমি তোমায় দিয়ে
তোমার তুমি চাই রে ॥

★
★★

এম.পি. প্রোডাকসন্স লিঃ র
পরবর্তী আকর্ষণ!

কার পাপে?

শ্রেঃ মঞ্জু দে
অসিতবরণ
ছবি বিশ্বাস
উত্তমকুমার
রেণুকা রায়
গীতশ্রী

পরিচালনা : কালীপ্রসাদ ঘোষ
তত্ত্বাবধান : অগ্রদূত

ও অগ্রদূত পরিচালনায়

সৌরীন্দ্রমোহনের
আঁধি ও
বাবলা (হিন্দী)

এবং
প্রতাপাদিত্য

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিমিটেড (৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা) কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ (১এ, টেগোর ক্যাশল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬) হইতে মুদ্রিত।